শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দারোগার দপ্তর

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা
অরুণ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

বিশ্বাস কারে করি? (অর্থাৎ আত্মীয় কর্ত্তৃকএকটি বালিকার হত্যারহস্য ও পুলিসের জুলুম) ☐ ৭

শেষ লীলা। (অর্থাৎ ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ অভিনয়!) ☐ ২১

দায়ে খুন। (অর্থাৎ যেমন জুয়াচুরি তেমনই সাজা!) ☐ ৩৫

চেনা দায়। (অর্থাৎ কলিকাতার জুয়াচোরগণকে চেনা ভার!) ☐ ৫২

খুনিতে-খুনিতে। (অর্থাৎ যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল!) ☐ ৬৮

সাবাইস চোর। (অর্থাৎ চোরের অদ্ভুত বুদ্ধি!) ☐ ৮৪

কি না হয়? (অর্থাৎ ঘোড়দৌড়ের কাণ্ডকারখানা!) ☐ ১০১

মা, না রাক্ষসী? (অর্থাৎ সতী, অসতী হইলে তাহার ভয়ানক ফল!) ☐ ১১৭

গুপ্ত রহস্য। (অর্থাৎ জনৈক ধনশালী ব্যক্তির চরিত্রের গুপ্তকথা প্রকাশ!) ☐ ১৩৩

ঘুসখোরি বুদ্ধি। (অর্থাৎ জনৈক সেকেলে পুলিস-কর্ম্মচারীর ঘুষ লইবার অদ্ভুত উপায়!) ☐ ১৪৮

কৃপণের ধন। (অর্থাৎ কৃপণের ধন ও জীবনের পরিণাম।) ☐ ১৬৪

কৃপণের ধন। (দ্বিতীয় অংশ।) ☐ ১৭৭

কয়েক রকম। (অর্থাৎ কয়েক প্রকার জুয়াচুরির অদ্ভুত রহস্য!) ☐ ১৯২

কুঠিয়াল সাহেব। (অর্থাৎ সেকেলে নীলকর সাহেবের অত্যাচার কাহিনী!) ☐ ২০৬

কুঠিয়াল সাহেব (শেষ অংশ!) ☐ ২১৯

মিস মেরি ☐ ২৩৩

শহুরে মেয়ে (অর্থাৎ কলিকাতা নিবাসী জনৈক বালিকার অদ্ভুত রহস্য) ☐ ২৪৬

বিষম ভ্রম (অর্থাৎ লাস সনাক্তে বিষম ভ্রম) ☐ ২৫৯

বিষম ভ্রম (শেষ অংশ) ☐ ২৭৫

লাল পাগড়ি। (অর্থাৎ লাল পাগড়ি পরিহিতের অদ্ভুত রহস্য।) ☐ ২৯০

লাল পাগড়ি। (দ্বিতীয় অংশ) ☐ ৩০৪

লাল পাগড়ি। (শেষ অংশ) ☐ ৩১৭

কুবুদ্ধি। (অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের বুঝিবার বিষম ভ্রম।) ☐ ৩৩১

কুবুদ্ধি। (শেষ অংশ) ☐ ৩৪৫

রাঙ্গা বউ। (অর্থাৎ স্ত্রী চরিত্রের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!) ☐ ৩৫৯

ডাক্তারবাবু (অর্থাৎ কুপথগামী বুদ্ধিমান লোকের ভয়ানক জীবনী!) ☐ ৩৭৩

ডাক্তারবাবু। (শেষ কাণ্ড) ☐ ৩৮৫

গুপ্তরহস্য। (অর্থাৎ তারামণির প্রমুখাৎ ভয়ানক গুপ্তরহস্য প্রকাশ।) ☐ ৩৯৮
মণিপুরের সেনাপতি। (অর্থাৎ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের জন্ম হইতে ১৩ আগষ্ট ফাঁসী হওয়ার দিবস পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার আশ্চর্য্য রহস্য) ☐ ৪১২
মণিপুরের সেনাপতি। (ঐ) ☐ ৪২৫
মণিপুরের সেনাপতি (শেষ অংশ) ☐ ৪৩৯
কামতাপ্রসাদ। (অর্থাৎ যেমন দস্যু, তেমনই জীবনী !) ☐ ৪৫০
সাবাইস বুদ্ধি। (অর্থাৎ একটি স্ত্রীলোকের অদ্ভুত জুয়াচুরি রহস্য!) ☐ ৪৬৪
বিষম বুদ্ধি। (অর্থাৎ হত্যাকারীকে বাঁচাইবার অদ্ভুত রহস্য!) ☐ ৪৭৮
রাজা সাহেব (প্রথম অংশ) ☐ ৪৯২
রাজা সাহেব (দ্বিতীয় অংশ) ☐ ৫০৪
রাজা সাহেব (শেষ অংশ) ☐ ৫১৫
অদ্ভুত ভিখারী। (বা বিষম ভ্রমে পতিত পুলিস কর্ম্মচারীর হত্যার অনুসন্ধান) ☐ ৫২৬
ভীষণ হত্যা ☐ ৫৩৭
নকল রাণী (অর্থাৎ স্বামী হত্যাপবাদের কলঙ্ক বিমোচনের চেষ্টা) ☐ ৫৫০
দীর্ঘকেশী (অর্থাৎ দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের মস্তক সম্বন্ধে অদ্ভুত রহস্য) ☐ ৫৬৪
উভয় সংকট ☐ ৫৭৭
মানিনী ☐ ৫৯৩
কালপরিণয় ☐ ৬০৬
জীবনবীমা। (অর্থাৎ জীবনবীমার ভয়ানক চুরি!) ☐ ৬২১
ছবি ☐ ৬৩৭
খুনী কে? ☐ ৬৫১
বাঁশী ☐ ৬৬২
রক্ষক না ভক্ষক। (ছেলেধরা বা সহরে অশান্তি) ☐ ৬৭৮
চূর্ণ প্রতিমা। (বা, পাগলের অদ্ভুত পাগলামি।) ☐ ৬৯১

বিশ্বাস কারে করি?

(অর্থাৎ আত্মীয় কর্ত্তৃক একটি বালিকার হত্যা-রহস্য ও পুলিসের জুলুম)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, সহরতলীর কোন থানা হইতে এক দিবস অতি প্রত্যূষে সংবাদ পাইলাম, নবম বৎসর বয়স্কা গিরিবালা নাম্নী একটি বালিকাকে গত দুই দিবস হইতে পাওয়া যাইতেছে না। উহার অঙ্গে প্রায় একশত টাকা মূল্যের অলঙ্কার আছে। এরূপ অবস্থায় সেই বালিকা-সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধানের আবশ্যক।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আরও কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত সহরতলীর সেই থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

কিরূপ অবস্থায় বালিকাটি নিরুদ্দেশ হইয়াছে, জানিবার নিমিত্ত থানার কর্ম্মচারীগণের অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কাহাকেও থানায় উপস্থিত পাইলাম না। জানিতে পারিলাম যে, সেই থানার কর্ম্মচারীমাত্রই উক্ত বালিকাটির অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাহির হইয়া গিয়াছেন।

থানার কনষ্টেবলগণের মধ্যে যে ব্যক্তি বালিকাটির পিতামাতার বাড়ী জানিত, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বালিকার পিতার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম— সেই স্থানে থানার দুই তিনজন কর্ম্মচারী সেই বালিকার অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন।

তাঁহাদিগের নিকট হইতে কেবলমাত্র ইহাই অবগত হইতে পারিলাম যে, গত কল্য দিবা বারটার পর আহারাদি করিয়া, বালিকা গিরিবালা খেলা করিতে করিতে বাড়ীর বাহিরে গমন করে। সেই সময় তাহার পায়ে চারগাছি রূপার মল, হাতে একযোড়া সোণার বালা ও কাণে ছয়টি সোণার মাক্‌ড়ী ছিল। ইহার পর যে কোথায় গেল, তাহা বাড়ীর অপর কেহ বলিতে পারে না।

কর্ম্মচারীগণের নিকট যতদূর অবগত হইতে পারিলাম, তাহাতে মনে কয়েকটি সন্দেহের উদয় হইল।—

১ম। কলিকাতা হইতে সময়ে সময়ে যেরূপ ভাবে বালিকাগণ অপহৃত হইয়া থাকে, এই বালিকাও কি সেইরূপ ভাবে অপহৃত হইয়াছে? গিরিবালাকে একাকিনী পথে খেলা করিতে দেখিয়া, কোনরূপ প্রলোভনে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া, বার-বনিতাগণের নিকট বিক্রয় করিবার অভিলাষে কি কেহ ইহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? ইহা একবারে অসম্ভব নহে। কারণ, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতা হইতে অপহৃত বালিকাগণকে প্রায়ই দূরদেশে লইয়া গিয়া, অপহরণকারীগণ কোন না কোন চরিত্র-হীনার হস্তে বিক্রয় করিয়া আইসে, কখন বা অপহরণ-কারীগণের মধ্যে কেহ বালিকার পিতা, কেহ বালিকার ভ্রাতা প্রভৃতি পরিচয় দিয়া বালিকাকে পূর্ব্ববঙ্গে লইয়া যায়, ও বালিকার সৌন্দর্য্য ও বয়ঃক্রম অনুসারে ন্যূনাধিক পরিমাণে পণ গ্রহণ করিয়া, সেই বালিকার বিবাহ দিয়া আপনাপন স্থানে প্রত্যাগমন করে। পরে উহাদিগের নিয়মানুযায়ী সেই পণের টাকা আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। মফঃস্বল হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় সুযোগমত কোন বালিকাকে দেখিতে পাইলে, তাহাকেও অপহরণ করিয়া আনিতে উহারা পরাঙ্মুখ হয় না। সেই সকল বালিকা সহরের বার-বনিতাগণের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে, এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও নীচ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া, আপনাপন চরিত্র কলুষিত ও অপরের মহা-পাপের প্রশস্ত পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

২য়। মূল্যবান্ অলঙ্কারের সহিত কোন বালক বালিকাকে একাকী দেখিতে পাইলে, সময়ে সময়ে দুরাচারগণ উহাকে কোন না কোনরূপ প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া, অপহরণ করিয়া লইয়া যায় সত্য; কিন্তু কোন দূরবর্ত্তী বাগানে বা নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া, উহাদিগের অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া লয়। পরে সেই স্থানেই অপহৃত বালক বালিকাগণকে পরিত্যাগ করিয়া উহারা প্রস্থান করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অলঙ্কারগুলি অপহৃত হয় মাত্র; কিন্তু উহাদিগের জীবনের উপর কোনরূপ হস্তার্পণ করা হয় না। অনুসন্ধানে অপহৃত বালক বালিকাগণকে প্রায়ই পাওয়া গিয়া থাকে। যদি এইরূপ ভাবেই গিরিবালা অপহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত তাহাকে পাওয়াই বা না যাইতেছে কেন?

৩য়। সময়ে সময়ে মূল্যবান্ অলঙ্কার পরিহিত বালক বালিকাগণকে একাকী দেখিতে পাইলে, দস্যুগণ কোনরূপ ছল অবলম্বন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, যদি সহজে তাহাদিগের অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিতে না পারে, তাহা

হইলে আবশ্যক বিবেচনায় সময়ে সময়ে উহারা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া, তাহাদিগের অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এইরূপ উপায়ে অলঙ্কারগুলি অপহৃত হইলে কোন উদ্যান, জঙ্গল, পুষ্করিণী, বা কোন নিভৃত স্থানে সেই মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতির কোন দস্যুর হস্তে কি গিরিবালা পরিশেষে পতিত হইল?

৪র্থ। কখন কখন এরূপও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যে, বালক বালিকার বিশেষরূপ পরিচিত লোকও সময় সময় লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, মূল্যবান্ অলঙ্কার-প্রাপ্তির আশায় উহাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া, তাহাদিগের অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচিত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে সেই বালক বালিকার নির্দ্দেশ মত ধৃত হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, অনিচ্ছা থাকিলেও তাহাদিগকে হত্যা করিয়া কোনরূপ নিভৃত স্থানে মৃতদেহ লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ অবস্থাতেও যদি গিরিবালা হত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বালিকার মৃতদেহও এ পর্য্যন্ত কোন স্থানে না কোন স্থানে পাওয়া যাইত; কিন্তু কই, এরূপ মৃতদেহ যে কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার সংবাদ এ পর্য্যন্ত কেহই অবগত হইতে পারেন নাই।

মনে এইরূপ প্রকারের নানারূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল সত্য; কিন্তু কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া যে এই অনুসন্ধানে লিপ্ত হইব, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার ভাবিলাম, —নিকটবর্ত্তী জঙ্গল, পুষ্করিণী প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখি, যদি উহার মধ্য হইতেই গিরিবালার মৃতদেহ বাহির হইয়া পড়ে। আবার মনে হইল, —বালিকাটি কোন্‌দিকে গমন করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে অবগত হইতে না পারিলে, চতুষ্পার্শ্বের বহুদূর পর্য্যন্ত অবস্থিত বাগান, জঙ্গল ও পুষ্করিণী প্রভৃতির অনুসন্ধান নিতান্ত সহজ ব্যাপার বা অল্প ব্যয়-সাধ্য নহে।

আবার ভাবিলাম, — যে সকল ব্যক্তিকে বালক বালিকা অপহরণ করিয়া দূরদেশে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া আইসে বলিয়া আমরা সন্দেহ করিয়া থাকি, এবং যে সকল ব্যক্তি এইরূপ অপরাধের নিমিত্ত সময়ে সময়ে ধৃতও হইয়াছে, এখন তাহাদিগের মধ্যেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কি না? সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে যদি কেহ এই সময় হঠাৎ সহর পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে হয় ত গিরিবালার কোনরূপ অনুসন্ধান হইলেও হইতে পারে।

মনে মনে এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন স্থির-সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপন মনকে লইয়া যাইতে পারিলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে সময়ে আমি কর্ম্মচারীগণকে নিরুদ্দেশ গিরিবালার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলাম, সেই সময়ে গিরিবালার পিতা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমার কোন কথারই উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তিনি কেবলমাত্র এই বলিলেন যে, দিবা দশটার সময় আহারাদি করিয়া তিনি আপন কার্য্যে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় আপন কার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অবগত হইলেন যে, দিবা বারটা হইতে অনুসন্ধান করিয়া গিরিবালাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহার নিজের যতদূর সাধ্য ততদূর অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোনরূপেই গিরিবালার কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত না হইয়া, পরিশেষে থানায় গিয়া সংবাদ প্রদান করিলেন।

গিরিবালার পিতার নিকট হইতে যখন কোনরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিলাম না, তখন তাহার মাতাকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু তিনি আমাদিগের কথায় কিরূপে উত্তর দিবেন,— আমাদিগের সম্মুখে বাহির হইয়া, আমাদিগের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন, কি অপর কোন স্ত্রীলোককে মধ্যবর্ত্তী করিয়া আমাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিবেন, তৎসম্বন্ধে একটু মতান্তর উপস্থিত হইল। পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, আমরা তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, দ্বারের অন্তরাল হইতে অপর আর একটি প্রবীণা স্ত্রীলোকের দ্বারা তাহার উত্তর প্রদান করিবেন। যাহা হউক, এইরূপ ভাবে দুই চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার পর, তিনি আর দ্বারের অন্তরালে থাকিতে পারিলেন না; আমাদিগের সম্মুখেই বাহির হইয়া, আমাদিগের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।

ভদ্রবংশীয়া যুবতী স্ত্রীলোক— যিনি কখনও অন্তঃপুরের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয় না, তিনি এইরূপ ভাবে আমাদিগের সম্মুখে বাহির হইয়া আমাদিগের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন; এই কথা পাঠকগণ শ্রবণ করিয়া হয় ত মনে করিতে পারেন যে, ভদ্রবংশীয় গৃহস্থ স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া অনুমান হয় না। কিন্তু যাঁহারা সরলা স্ত্রীলোকগণের অন্তঃকরণ কখনও পরীক্ষা করিয়াছেন, পুত্র-কন্যা-শোক মাতার অন্তঃকরণে কিরূপ দাবানল-ভাবে প্রজ্বলিত হয়, তাহা যিনি অনুমান করিতে পারেন, তিনি কখনই মনে করিবেন না যে, এইরূপ কার্য্য শোক-সন্তপ্তা স্ত্রীলোকের পক্ষে একবারে অসম্ভব।

আমি গিরিবালার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গিরিবালার বয়ঃক্রম কত হইবে?"

গিরিবালার মাতা। এই সবে মাত্র সে নবম বৎসরে পড়িয়াছে।

আমি। সে হাবা গোছের মেয়ে, না বেশ চালাক চতুর?

গিরি-মা। না মহাশয়! আমার মেয়ে বোকা নহে, সে বেশ চালাক।

আমি। কোন্ সময়ে সে বাড়ী হইত বহির্গত হইয়া গিয়াছিল?

গিরি-মা। বেলা আন্দাজ দুই প্রহরের সময়।

আমি। যখন সে বাহির হইয়া যায়, তখন তাহার অঙ্গে কি কি অলঙ্কার ছিল?

গিরি-মা। তাহার পায়ে চারগাছি রূপার মল, হাতে এক যোড়া সোণার বালা ও কাণে ছয়টি সোণার মাকড়ি ছিল।

আমি। এই কয়েকখানি অলঙ্কার ব্যতীত, গিরিবালার অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার ছিল না?

গিরি-মা। না মহাশয়! আর কিছুই ছিল না।

আমি। যে গহনা কয়েকখানি তাহার অঙ্গে ছিল, সেই অলঙ্কার কয়েকখানি সে সর্ব্বদা পরিধান করিত কি?

গিরি-মা। না, যখন তখন এ সকল গহনা তাহার অঙ্গে থাকিত না।

আমি। সর্ব্বদা তাহার অঙ্গে কি কি অলঙ্কার থাকিত?

গিরি-মা। কোন গহনাই থাকিত না।

আমি। যদি সর্ব্বদা তাহার অঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কার থাকিত না, তাহা হইলে সেই সকল অলঙ্কার তাহার অঙ্গে কিরূপে ছিল বলিতেছেন?

গিরি-মা। আজ কয়েক দিবস হইতে এক স্থানে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে। কখন যে তাহাকে দেখিতে আসিবে, তাহার স্থিরতা নাই। এই নিমিত্তই সেই গহনা কয়েকখানি তাহাকে পরিতে দেওয়া হইয়াছিল।

আমি। কোথায় তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে? সেই স্থানে ত তাহাকে কেহ লইয়া যায় নাই?

গিরি-মা। কোথায় বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। শুনিয়াছি, হাবড়ার কোন স্থানে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। কিন্তু সেই স্থানে তাহাকে কে লইয়া যাইবে?

আমি। যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা লইয়া যাইতে পারেন।

গিরি-মা। গিরিবালাকে দেখিতে আসিবে, কেবলমাত্র এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে আইসে নাই। সুতরাং সেই স্থানে তাহাকে কে লইয়া যাইবে?

আমি। যে দিবস গিরিবালা তাহার গহনাগুলি প্রথম পরিয়াছিল, সেই দিবস হইতেই তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না, কি তাহার দুই এক দিবস পূর্ব্ব হইতে সে সেই গহনাগুলি পরিতেছে?

গিরি-মা। যে দিবস হইতে গিরিবালাকে পাওয়া যাইতেছে না, তাহার পূর্ব্ব দিবস হইতে অলঙ্কারগুলি গিরিবালার অঙ্গে পরিহিত আছে।

আমি। যে সময় হইতে গিরিবালার কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, সেই সময় তাহার পরিধানে কিরূপ কাপড় ছিল, তাহা আপনার মনে আছে কি?

গিরি-মা। একখানা লাল-কালার ডুরে সাটী তাহার পরিধানে ছিল।

আমি। ঠিক যে সময় সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহা আপনার ঠিক স্মরণ হয় কি?

গিরি-মা। না, কোন্ সময় যে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি ঠিক দেখি নাই।

আমি। আর কেহ দেখিয়াছে কি?

গিরি-মা। না।

আমি। আর কেহ যে দেখে নাই, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?

গিরি-মা। আমি ব্যতীত সেই সময় বাড়ীতে আর কেহই ছিল না। সুতরাং কিরূপ অবস্থায় কখন সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা আর কে দেখিবে?

আমি। আপনি ব্যতীত বাড়ীতে কি আর কেহ থাকেন না?

গিরি-মা। কর্ত্তা বাহির হইয়া গেলে, আমি ও গিরিবালা ব্যতীত বাড়ীতে থাকিবার অপর লোক আর কেহই নাই।

আমি। আপনি তাহাকে শেষ কিরূপ অবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহা আপনার মনে হয় কি?

গিরি-মা। আমার যতদূর মনে আছে, তাহাতে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, গৃহের বারান্দায় আমি তাহাকে ভাত দিয়াছিলাম। সেই স্থানে বসিয়া সে আহার করিল। আহারান্তে হাত মুখ ধুইয়া সে একটি গৃহের ভিতর গমন

করিল। মনে করিলাম যে, গৃহে বসিয়া সে খেলা করিবে। আমি সেই সময় সাংসারিক কতকগুলি কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং তাহার দিকে আর আমার লক্ষ্য রহিল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কি একটা কার্য্যের নিমিত্ত তাহাকে আমার আবশ্যক হইল। আমি তাহাকে "গিরি গিরি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহার কোন উত্তর না পাইয়া, সে কি করিতেছে, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। বস্তুতঃ সেই গৃহের ভিতরে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন বাড়ীর ভিতর তাহার অনুসন্ধান করিলাম, কোন স্থানেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন মনে করিলাম যে, খেলা করিবার নিমিত্ত বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সে পাড়ার কোন স্থানে গমন করিয়া থাকিবে, সময় মত ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিল না। যখন তাহার ফিরিবার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন মনে নানারূপ শঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। নানা স্থানে তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম; কিন্তু কোন স্থানেই আর তাহাকে পাইলাম না। এখন পর্য্যন্ত মা আমার আর প্রত্যাগমন করিল না!

আমি। আপনি বেশ মনে করিয়া দেখুন দেখি, সে কোনও স্থানে বা কাহারও সহিত কোনও স্থানে খেলা করিতে গমন করিবে, এইরূপ ভাবের কোনও কথা সে সেই দিবস কিছু বলিয়াছিল কি?

গিরি-মা। আমার যতদূর মনে হয় তাহাতে সে সেইরূপ কোন কথা বলিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু অন্য দিবসের অপেক্ষা সেই দিন শীঘ্র ভাত দিবার নিমিত্ত বারবার তাগাদা করিয়াছিল।

আমি। সে যেরূপ ভাবে তাগাদা করিয়াছিল, ওরূপ ভাবে তাগাদা সে আর কোন দিন করে নাই?

গিরি-মা। না। আমি। ইহাতে আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই, আজ ভাতের নিমিত্ত এত তাগাদা করিতেছ কেন?

গিরি-মা। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

আমি। তাহাতে সে কি বলিয়াছিল?

গিরি-মা। তাহাতে সে এইমাত্র বলিয়াছিল, 'গোবিন্দ দাদা বাদাম পাড়িয়া দিবে বলিয়াছে, খাইয়া তাহার সহিত গমন করিব।'

আমি। গোবিন্দ দাদা কে?

গিরি-মা। আমাদিগের বাড়ীর পার্শ্বেই তাহার বাড়ী। গোবিন্দ বড় ভাল ছোকরা, আমার গিরিবালাকে আপনার ভগিনী অপেক্ষা ভালবাসে।

আমি। গিরিবালা গোবিন্দের সহিত বাদাম পাড়িতে গিয়াছিল কি?

গিরি-মা। না।

আমি। আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, গিরি গোবিন্দের সহিত গমন করে নাই?

গিরি-মা। আমি গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, সে গোবিন্দের সহিত গমন করে নাই।

আমি। গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করায় সে কি বলিয়াছিল?

গিরি-মা। সে এইমাত্র বলিয়াছিল যে, 'একটি বালককে বাদাম খাইতে দেখিয়া সে আমাকে বাদাম পাড়িয়া দিতে কহে। আমি প্রথমতঃ তাহার কথায় অসম্মত হই; কিন্তু কিছুতেই যখন তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারি, সেই সময় তাহাকে বলি— আচ্ছা তুই ভাত খাইয়া আয়, তাহার পর আমি বাদাম পাড়িয়া তোকে দিব। আমার এই কথা শুনিয়া গিরিবালা ভাত খাইবার নিমিত্ত তাহার বাড়ীতে গমন করে। আমার এক স্থানে যাইবার প্রয়োজন ছিল, আমিও আমার সেই কার্য্যে বাহির হইয়া যাই। সন্ধ্যার সময় যখন আমি প্রত্যাগমন করি, সেই সময় শুনিতে পাই যে, গিরিবালাকে পাওয়া যাইতেছে না।'

আমি। গোবিন্দের কথায় আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন কি?

গিরি-মা। আমার নিজের কথায় আমি অবিশ্বাস করিতে পারি; তথাপি গোবিন্দের কথায় আমি কোনরূপ অবিশ্বাস করিতে পারি না।

আমি। গোবিন্দ কি কার্য্য করে?

গিরি-মা। সে যে কি কার্য্য করে, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু শুনিয়াছি, কোন টিনের দোকানে সে চাকরি করিয়া থাকে।

আমি। গোবিন্দের বয়ঃক্রম কত হইবে?

গিরি-মা। অনুমান হয়, তাহার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসরের কম হইবে না।

আমি। তাহার বিবাহ হইয়াছে?

গিরি-মা। না, তাহার বিবাহ হয় নাই; কিন্তু বিবাহ হইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

আমি। তাহার স্বভাব চরিত্র কেমন?

গিরি-মা। খুব ভাল, তাহার বিপক্ষে আমরা কখনও কোন কথা শুনি নাই।

আমি। গোবিন্দ তোমাদিগের বাড়ীতে প্রায়ই আসিয়া থাকে কি?

গিরি-মা। কেবল আসা নহে, সে আমাদিগের বাড়ীতে প্রায় সর্ব্বদাই থাকে।

আমি। গিরিবালার সহিত তাহার কিরূপ সদ্ভাব?

গিরি-মা। আমার বোধ হয়, আমা অপেক্ষাও সে গিরিবালাকে অধিক স্নেহ করে, ও প্রাণের সহিত ভালবাসে। যদি কোন দিন সে গিরিবালাকে দেখিতে না পায়, সেই দিবস কতবার যে সে গিরিবালার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা বলা যায় না।

আমি। সে গিরিবালাকে এত ভালবাসে কেন?

গিরি-মা। তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। গোবিন্দের এ পর্যন্ত বিবাহ হয় নাই; কিন্তু তাহার আর আছে কে? তাহার পিতা এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে কি?

গিরি-মা। তাহার পিতা নাই। থাকিবার মধ্যে তাহার মাতা ও একটি ভগিনী ভিন্ন যে আর কেহ আছে, তাহা আমার বোধ হয় না।

আমি। উহাদিগের চলাচলের উপায় কি?

গিরি-মা। উপায় আর কিছুই নাই, গোবিন্দের উপার্জ্জনের উপর ভরসা। গোবিন্দ যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার দ্বারাই উহারা কষ্টে একরূপ জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

আমি। গোবিন্দ জাতিতে কি?

গিরি-মা। জাতিতে উহারা বৈষ্ণব।

আমি। গোবিন্দ এখন কোথায়?

গিরি-মা। সে এখন গিরিবালার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গিরিবালার মাতার নিকট হইতে পূর্ব্ব অধ্যায় বর্ণিত বিষয় সকল অবগত হইয়া আমি সেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম। কিন্তু কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া এই অনুসন্ধানে অগ্রবর্ত্তী হইব, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দিবা দুই প্রহরের সময় গিরিবালা বাড়ী হইতে গমন করিয়াছে, এরূপ দিবাভাগে গমন করিবার সময় পথের দুই পার্শ্বের দোকানদারগণের মধ্যে কেহ না কেহ, বা রাস্তার কোন না কোন লোক তাহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পারে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া পথের দুই পার্শ্বের দোকানদারদিগকে ও যে সকল লোক সেই স্থান দিয়া গমনাগমন করিতেছে, তাহাদিগের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, গত কল্য দিবা দুই প্রহরের সময় ডুরে কাপড় পরা কোন একটি বালিকাকে কোন দিকে গমন করিতে কেহ দেখিয়াছে, কি না?

আমার কথা শুনিয়া, যাহারা গিরিবালাকে চিনিত, তাহাদিগের মধ্যে সকলেই কহিল— কল্য দিবাভাগে গিরিবালাকে কোন দিকে গমন করিতে তাহারা দেখে নাই। আর যাহারা তাহাকে না চিনে, তাহারও কহিল, ডুরে কাপড় পরা কোন বালিকাকে দিবাভাগে কোন দিকে গমন করিতে তাহারা দেখে নাই।

এইরূপ ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া পথের অনেকদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া, ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাগমন করিতেছি, এমন সময় একটি স্ত্রীলোকের সহিত রাস্তার উপর হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। তাহাকেও সেইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম; উত্তরে সে কহিল, "আমি নিজে গিরিবালাকে কখনও দেখি নাই, বা তাহাকে চিনিও না। কিন্তু গিরিবালা নাম্নী একটি বালিকা যে গত কল্য হইতে পাওয়া যাইতেছে না, এ কথা আমি শুনিয়াছি। আরও বোকার মার নিকট হইতে অবগত হইয়াছি যে, সে কল্য দিবা দুই প্রহরের পর গিরিবালাকে কোন দিকে গমন করিতে দেখিয়াছে। সে গিরিবালাকে চিনে।"

আমি। এ কথা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?

স্ত্রীলোক। বোকার মার নিকট আমি এ কথা শ্রবণ করিয়াছি।

আমি। বোকার মা কে?

স্ত্রীলোক। আমি যে পাড়ায় থাকি, সেও সেই পাড়ায় বাস করিয়া থাকে।

আমি। বোকার মা এখন কোথায় আছে, তাহা তুমি কিছু বলিতে পার কি?